মূল: শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)

অনুবাদ : আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

সম্পাদনা : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

حكم تارك الصلاة

সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

মূল ঃ
শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল-উসাইমীন

অনুবাদ ঃ
শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, দরূদ ও সালাম নাযিল হোক নবীগণের সরদার আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। তাঁর সহধর্মিণী ও সহচরবৃন্দের উপর এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত বিশুদ্ধরূপে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাঁদের উপর। অতঃপর আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া যে, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সা-লিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)-এর লিখিত حكم تارك الصلاة হুক্‌মু তারিকস্ সলাতের অনুবাদ "সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান" নামক বইখানা এতদিন পর প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। বইখানা আমি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৯৩ সনে অনুবাদ করি। অনুবাদ করার সময় মূল লেখক থেকে অনুবাদের ও মুদ্রণের জন্য অনুমতির প্রয়োজন অনুভব করছিলাম।

১৯৯৪ সনের হাজ্জ মৌসুমে সমগ্র বিশ্ব থেকে উপচে পড়া হাজীদেরকে দা'ওয়াত ও দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য সৌদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্যদের সাথে আমিও নির্বাচিত হয়ে ২০ দিনের জন্য মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করার সুযোগ হয়। এ সময় বই-এর মূল লেখক শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.) ও শাইখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) সহ সৌদী আরবের বড় বড় আলিমগণের সাহচর্য লাভ করি। একদিন আসরের সলাত আদায়ের পর শাইখের সাথে এসে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর রুমে প্রবেশ করে নিজ পরিচয় দিয়ে বইখানা অনুবাদ ও প্রকাশের অনুমতি চাইলাম। শাইখ বললেন, অনুবাদ করলেতো ভালই হয় কিন্তু এটাতো খুব কঠিন কাজ। অনেকেই অনুবাদ করতে যেয়ে মূল লেখকের বক্তব্য পাল্টিয়ে ফেলে। এরপর উদাহরণ স্বরূপ বললেন, ধর আমার বই-এর মূল বক্তব্য সলাত পরিত্যাগকারী কাফির। যদি অনুবাদ করতে যেয়ে অন্যান্য আলিমদের মতানুযায়ী সলাত পরিত্যাগকারী ফাসিক লিখ তাহলে এই এক শব্দের মাধ্যমে পুরো বইটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, শাইখ এ বই-এ সলাত পরিত্যাগকারী কাফির তা বিভিন্ন দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা

হয়েছে বলেই এটি অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছি। তাহলে এমন বিকৃতিমূলক অনুবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এ কথার পর তিনি সম্মতি দান করেন। অতঃপর অনুবাদের পাণ্ডুলিপিখানা সম্পাদনার জন্যে শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব-এর নিকট পাঠাই। সম্পাদনার পর আমার নিকট পৌঁছতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। এ সময়ের ভিতর সৌদী আরবে উক্ত বইখানার মতীউর রহমান সালাফীর অনুবাদ বের হয়ে যায়। ফলে আমি আমার অনূদিত বই ছাপানো থেকে নিবৃত হয়ে যাই। সৌদী আরবে উক্ত বইটি ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হলেও আমাদের দেশে এর তেমন প্রচার প্রসার নেই। যার জন্য এর প্রয়োজন দিন দিন বাড়তেই আছে। তাই এই বইটি ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। নিম্নে সলাত সংক্রান্ত জরুরী কিছু বিষয় সন্নিবেশিত হল।

বেনামাযীদের সংখ্যাধিক্যতা ও তার কারণসমূহ ঃ

আমাদের দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নামাযীর চেয়ে বেনামাযীর সংখ্যাই বেশী। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী থেকে শুরু করে ভিক্ষুক পর্যন্ত সর্বস্তরে বেনামাযী ভরা। দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডক্টর প্রফেসর ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন বাংলাদেশে পাঁচ ওয়াক্ত পুরো পড়া নামাযীর সংখ্যা শতকরা (২%) দু'জন আর শুধু জুমু'আহ্র ছলাত পড়া ৮০ জন।

আমাদের দেশে বেনামাযীর এ সংখ্যাধিক্যতার নানাবিধ কারণ রয়েছে। যার কিছু কারণ নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

(১) সলাতের প্রকৃত গুরুত্ব, মর্যাদা ও অবস্থান উপযুক্তভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয় না।

(২) সলাত আদায় করার লাভ ও উপকারিতা যেভাবে উল্লেখ করা হয় এর বিপরীতে সলাত পরিত্যাগকারীর মারাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা তেমনভাবে উল্লেখ করা হয় না। অথচ উপকার অর্জনের চেয়ে অপকার ও ক্ষতি দমনে মানুষ বেশি তৎপর হয়ে থাকে।

(৩) সলাত পরিত্যাগকারীর কিছু পরকালীন ক্ষতি ও পরিণতি উল্লেখ করা হয় কিন্তু ইহকালীন তথা ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কি ক্ষতি ও পরিণতির শিকার তা উল্লেখ করা হয় না। যা এ বই-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) আবার কেউ হাদীসের পরিপন্থী কিছু নিয়ম-কানুন যোগ হওয়ায় এগুলো তাদের জন্য সলাত আদায়ে অন্তরায় হয়েছে। যেমন বিভিন্ন নামাযের জন্য গদবাধা নিয়ত পড়ার নিয়ম যেমন 'নাওয়ায়তু আন ...... ইত্যাদি। অনেকে গদবাধা নিয়তগুলো মুখস্থ নেই, এই অজুহাতে ছলাত পড়ে না। ওযূতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পড়া। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে শুরু শেষে ছাড়া আর কোন দু'আই নেই।

(৫) অনেকের সলাত আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও নিয়ম-কানুন ও সূরা কিরাআত না জানার কারণে সলাত আদায় করে না।

ছহীহ শুদ্ধ নিয়ম কানুন অনুযায়ী ছলাত আদায় করতে চাইলে আমাদের অনূদিত ও সম্পাদনাকৃত আল্লামাহ নাছিরুদ্দীন ও আবদুল আযীয নূরস্তানী প্রণীত 'ছলাত সম্পাদন ও আদায়ের পদ্ধতি (সাথে রয়েছে মুনাজাত সমাধান) বই দু'খানা পড়ুন।

(৬) এদেশের মানুষ প্রায় শতকা ৯০ ভাগই শ্রমজীবি, সবাই ব্যস্ততার জীবন যাপন করে। অথচ আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জনেরই বেশী আলিম ফরয সুন্নাতের শব্দগত পার্থক্য করে থাকে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ইবাদাত সমান করে দেখেন এবং এভাবেই জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তার মানে যত ব্যস্ত লোকই হোক না এবং যত চাপের মুখে থাকুক না কেন যোহরের সলাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলে ফরয পূর্ব ৪ রাকআত+ফরয ৪ রাকআত+ফরয বাদ ২ রাকআত = এই মোট ১০ রাকআত সলাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। অথচ সলাত পরিত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাস্তি ও পরিণতির কথা এসেছে তা কেবল ফরয সলাত ও রাকআতগুলোর ব্যাপারেই। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সলাতকে একাকার করে রাখার কারণে ১০ রাকআতের সময় না থাকায় বা এতগুলো রাকআতের ঝামেলায় নামাযই পড়ে না। অথচ শুধু ৪ রাকআত পড়ে বের হয়ে গেলেই সে সলাত পরিত্যাগের যাবতীয় শাস্তি, কুপরিণতি ও ক্ষতি থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

(৭) অনেকে নামাযের এমনভাবে উপকারিতার বেষ্টনী দেয় যে, এ বেষ্টনীর কারণে অনেকেই ছলাত পড়ে না। এ বেষ্টনী দেয়া হয় সূরা আনকাবূতের ৪৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা ও একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ দ্বারা। সূরা আনকাবূতের উক্ত আয়াতের অর্থ "..... আর ছলাত কায়েম কর, নিশ্চয় ছলাত গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, যে ব্যক্তি ছলাত পড়েও অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে না তার ছলাত হয় না। তাই যারা বিভিন্ন গুনাহর কাজে জড়িত তারা ছলাত আদায় করে না। এ সম্পর্কে যঈফ হাদীছটি ঃ

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، رواه ابن ابي حاتم في تفسيره، قال الالباني : منكر، سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم : ٩٨٥، وفي رواية الطبراني : «لم يزددمن إلا بعدا» ضعيف الجامع الصغير رقم : ٥٨٣٤

উক্ত হাদীছের অর্থ, যে ব্যক্তির ছলাত তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে না তার ছলাত হয় না। অন্য বর্ণনা মতে সে ব্যক্তির আল্লাহ থেকে দূরত্ব বাড়ে। শাইখ আলবানী হাদীছটি যাঁচাই করে "মুনকার" (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) বলেছেন। (সিলসিলা যঈফা, হাঃ নং ৯৮৫, যঈফুল জামি ৫৮৩৪)

অথচ বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, নামাযী ব্যক্তির দ্বারা অনেক ধরনের গুনাহ হতে পারে। যার কিছু গুনাহ (ছগীরাহগুলো) নামাযের মাধ্যমেই মাফ হয়ে যায়।

(৮) উম্‌রী কাযা ঃ অনেকের বালিগ হওয়ার পর বহু বছর ছলাত না পড়ার পর ছলাতের পাবন্দ হতে চাই কিন্তু এক শ্রেণীর বেদলীল আলিমের ফতওয়ার যন্ত্রণায় ৫ ওয়াক্ত ছলাতের পাবন্দ হওয়া থেকে পিছু হটে যায়। তথাকথিত আলিমরা সারা জীবন উমরী কাযার ঘানী টানার ফতওয়া দেন।

অথচ কাযা হল নামাযী ব্যক্তির জন্য। নামায পড়তে পড়তে কোন গ্রহণযোগ্য কারণবশতঃ হঠাৎ দু'এক ওয়াক্ত ছুটে গেলে সেটা তৎক্ষণাৎ কাযা পড়ে ফেলবে। কিন্তু যে কোন দিন নামাযই পড়েনি অথবা কোন ওয়াক্ত পড়েছে ও কোন ওয়াক্ত বাদ দিয়েছে তার জন্য কোন কাযা নেই এবং সংখ্যা স্থির করে কাযা করাও সম্ভব নয়। তাই সে শুধু শর্তসাপেক্ষে তাওবাহ করে নিয়মিতভাবে সে দিন থেকে ছলাত পড়বে।

(৯) নামাযী ও বেনামাযীর সংজ্ঞার ব্যাপারে অস্পষ্টতা। আর এ অস্পষ্টতা জনসাধারণ তো দূরের কথা অনেক আলিমগণের নিকটেই বিদ্যমান।

জনসাধারণের কেউ কেউ মনে করে কোন নামায না পড়ে শুধু বছরে দুই ঈদের নামায পড়লেও নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত থাকা যায়। কেউ কেউ মনে করে প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে শুধু জুমু'আহ্র সলাত আদায় করলেই নামাযী বলে গণ্য হবে। কেউ কেউ মনে করে যে, শুধু রমাযান মাসে নামায পড়লে নামাযী বলে গণ্য হবে। কেউ কেউ মনে করে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্যে দু'এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করলেই নামাযী বলে গণ্য হওয়া যাবে।

জনসাধারণের এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দেশীয় আলিম শ্রেণীর অনেকেই একমত। মূলতঃ উপরোক্ত চার প্রকার নামাযীই পাক্কা বেনামাযী। শুধু শ্রমেই এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীর পার্থক্য। কেউ কম শ্রম দিয়ে বেনামাযী আর কেউ বেশী শ্রম দিয়েও বেনামাযী।

এছাড়া নিয়মিতভাবে যে কোন তিন বা তদোধিক ওয়াক্ত অথবা ইশা ও ফজর সলাত বিনা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া একত্রিত করে পড়া ব্যক্তি বেনামাযীর অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ তবে অবস্থা ও কারণ বিশেষে যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও ইশার ছলাত একত্রে পড়া যায়। উল্লেখিত দু' শ্রেণীর লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েও বেনামাযী এতে কোন সন্দেহ নেই।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি রুকূতে স্থির হয় না, রুকূ থেকে সোজাভাবে দাঁড়ায় না, সাজদাহ্য় স্থির হয় না ও দু' সাজদাহ্র মাঝে স্থিরভাবে বসে না অথবা ছলাতের যে কোন রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে সলাত পড়ে তারাও এক প্রকার বেনামাযী।

একটি শারঈ ব্যাকরণ বা মৌলনীতি ঃ যে কোন ইবাদাত ও আমল নির্দিষ্ট ও স্থির কোন সংখ্যা বিজড়িত হলে সেই সংখ্যা পূর্ণ না করা হলে ঐ আমলটি বিন্দুমাত্রও গণ্য হবে না। আবার ঐ সংখ্যার বেশী করা হলেও বিন্দুমাত্র গণ্য হবে না। উদাহরণ সমূহ ঃ

১। যোহরের ফরয সলাতের ৪ রাকআতের ১ রাকআত ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে সালাম ফিরালে ৩ রাকআতও বিফলে যাবে। যোহরের কিছু অংশ বা অধিকাংশ আদায় হয়েছে বলা যাবে না।

২। ২টি সাজদাহ্র ১টি ইচ্ছাকৃত বাদ দেয়া হলে ৪ রাকআত বিশিষ্ট পুরো সলাতই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৩। রমাযানের ২৯/৩০টি রোযার ১টি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে ও পরবর্তীতে তাওবাহ সহ ক্বাযা না করলে একটি রোযাও গণ্য হবে না।

৪। কা'বা শরীফের ৭ ত্বওয়াফের ১টি ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে ১ ত্বওয়াফও গণ্য হবে না।

৫। সফা মারওয়ার ৭ চক্করের ১ চক্কর ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে ১ চক্করও গণ্য হবে না। ইত্যাদি।

৬। সলাতের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার ও ১ বার 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ....' পড়ার নিয়ম রয়েছে। কেউ যদি ৩৩ বারের পরিবর্তে ৩২ বা ৩৪ বার (শেষেরটি ছাড়া) পড়ে তবে এ আমলে বিন্দুমাত্র সওয়াব পাওয়া যাবে না বরং গুনাহ হবে।

৭। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতের ভিতর কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ১ ওয়াক্তও ছেড়ে দেয় পরবর্তীতে তাওবাহ সহ ক্বাযা না করে তাহলে ঐ দিনের ১ ওয়াক্ত সলাতও গণ্য হবে না। অর্থাৎ ৪ ওয়াক্তই বরবাদ হয়ে যাবে।

এ ব্যাকরণটি শুধু ইবাদাত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, বরং দুনিয়াবী কার্যক্রমেরও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। যেমন মেট্রিক পাশ করতে হলে ১০টি সাবজেক্টের পরীক্ষায় পাশ মার্ক পেতে হবে। ৯ সাবজেক্টে লেটার মার্ক পেল কিন্তু এক সাবজেক্টে ইচ্ছাকৃতভাবে অংশগ্রহণই করেনি অথবা অংশগ্রহণ করে ফেল করলে এবং পরবর্তীতে সেই সাবজেক্টের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও পাশ না করলে ৯ সাবজেক্টের কিছু মাত্রও গণ্য হবে না। ১ সাবজেক্ট বাদ দেয়ায় ৯ সাবজেক্টও বাদ হয়ে যায়।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের এক ওয়াক্ত ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে এ অবস্থা হয় তার দলীল নিম্নরূপ ঃ

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر في قصة طعنه في المسجد .... ثم أفاق فقال : هل صلى الناس؟ قال : فقلنا : نعم، فقال : «لا إسلام لمن ترك الصلاة " وفي سياق أخر :"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» رواه الإمام مالك في الموطأ، والبيهقي من طريق مالك ،اسناده صحيح، من كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن قيم الجوزية صـ ٢١، ٥٠

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রাযিঃ)-এর মাসজিদে ছুরি কাঘাতের ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, তিনি ছুরিকাঘাত খেয়ে অচেতন হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন লোকেরা কি ছলাত পড়ে নিয়েছে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ছলাত আদায় করে না তার ইসলাম নাই। অন্য বর্ণনা ভঙ্গিতে রয়েছে, "ইসলামে ঐ ব্যক্তির কোন অংশ নেই যে ব্যক্তি ছলাত ত্যাগ করে।" ইমাম মালিক তার মুয়াত্তা ও বায়হাক্বী ইমাম মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছে। তার সনদ ছহীহ। দেখুন ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর কিতাব 'ছলাত ও ছলাত পরিত্যাগকারীর বিধান' গ্রন্থে ২১/২২।

ছলাত পরিত্যাগ যে কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী পাপ এর জন্য ছহীহ আত্তারগীব ওয়াত তারহীবে কয়েকটি ছহীহ হাদীছ দেখুন। হাদীন নং ৫৬৩-৫৭৫।

(১০) বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও অনেক ধনবান ব্যক্তি সলাত আদায়কে মানহানিকর একটি কাজ মনে করে এবং সলাত আদায় না করাকে শ্রেষ্ঠত্বের একটি দিক মনে করে। পক্ষান্তরে যারা সলাত আদায় করে (সমপর্যায়ের বা তাদের চেয়ে উচ্চপদস্থ না হলে) তাদেরকে হেয়ের পাত্র ও খাটো মনে করে। এরা মহা পরাক্রমশালী ও বিশাল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সলাত আদায়কে ও সাজদাবনত হওয়াকে মানহানি মনে করে অথচ দেখা যাবে যে তারা ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টি গ্রাম্য মাতব্বরের অথবা মিম্বারের অথবা চেয়ারম্যানের অথবা দলীয় কোন নেতার, এমপির, মন্ত্রীর, প্রধানমন্ত্রীর পাঁ চাটে ও তার গোলামী করে। তার এ গোলামীই হল তার সম্মানের মূল উৎস।

ধিক! শত ধিক! এই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বকে। আল্লাহ্ এ নির্বোধদেরকে জ্ঞান ও হিদায়াত দান করুন।

সংক্ষিপ্তাকারে সলাতের গুরুত্ব ও ইসলামে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছু বিষয় উদ্ধৃত হল ঃ

(১) সমস্ত ইবাদাত ফরয হয়েছে যমীনে সলাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রে সাত আসমানের উপর আরশে।

(২) অবুঝ ও নাবালেগ শিশু, অমুসলিম অবস্থা ও জ্ঞানশূন্যতা এ সব অবস্থা ছাড়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তে হবে।

যে সব কঠিন পরিস্থিতি ও হুমকির অবস্থায় সলাত পড়তে হবে; ক্ষমা নেই, তার কিছু তালিকা তুলে ধরা হল ঃ

১। মুমূর্ষু রোগী মৃত্যুর দারপ্রান্তে উপনীত এমতাবস্থায় ছলাত পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়ে সম্ভব না হলে চক্ষুর ইশারায় পড়তে হবে।

২। রণক্ষেত্রে শত্রুর মুকাবিলায়রত অবস্থায় জীবনের হুমকি থাকলেও সলাত আদায় করতে হবে- এ অবস্থায় সলাত আদায়কে সলাতুল খাউফ বলে (ভীতি অবস্থায় সলাত) সলাতুল খাউফের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১০-২১২)

৩। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধ কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এবং উভয় দল সংমিশ্রিত হয়ে গেলেও এক রাকআত সলাত রুকূ, সাজদাহ, কিয়াম, জালসা তথা যে সব রুকন সে অবস্থায় আদায় করা অসম্ভব সেগুলো বাদ দিয়ে সওয়ারী অবস্থায় পদাতিক অবস্থায় আদায় করতে হবে। ক্ষমা নেই।

৪। পলায়নরত অবস্থায় জীবনের ভয়ে শত্রু কর্তৃক ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছে এমতাবস্থায় সলাতের ওয়াক্ত পার হওয়ার উপক্রম হলে ওযু-তায়াম্মুমের সুযোগ থাকলে অবশ্যই তা করবে অন্যথায় বিনা ওযু-তায়াম্মুমেই দ্রুত গতিতে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্বিবলা, কিয়াম, রুকূ ও সাজদাহ ছাড়াই সলাত আদায়

করতে হবে। একে বলা সলাতু মাতলূব। (ফিক্বহুস সুন্নাহ দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬৫)

৫। শত্রুকে ধাওয়ারত অবস্থায় শত্রুকে ধরার জন্য দ্রুত গতিতে দৌড়ানোর সময় কোন সলাতের ওয়াক্ত পার হওয়ার উপক্রম হলে এবং নিয়ম মাফিক সলাত আদায় করতে গেলে শত্রু নাগাল ছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ক্বিবলা, কিয়াম, জালসা, রুকূ-সাজদাহ ছাড়াই দ্রুত গতিতে দৌড়রত অবস্থায় সলাত আদায় করতে হবে। (ফিক্বহুস সুন্নাহ দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬৫)

(৩) বেনামাযীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড ঃ আমাদের দেশে বক্তব্য শুনা যায় ও বই-পুস্তকে লেখা পাওয়া যায় ৭ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়েদেরকে সলাতের আদেশ দিতে হবে। ১০ বৎসর বয়সে সলাত আদায় না করতে চাইলে প্রহার করে সলাত পড়াতে হবে। কিন্তু বালিগ তথা ১৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করার পর সলাত আদায় না করলে তার বিরুদ্ধে কি করতে হবে এটা শুনা যায় না বা বই-পুস্তকে আলোচনা দেখা যায় না। এজন্যও কিন্তু আমাদের দেশে বেনামাযীর সংখ্যা বেড়েছে। ছলাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তার দলীল অত্র পুস্তিকার .... পৃষ্ঠা

সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে ও মহামতি ৪ জন ইমামের ৩ জনেরই মতে বালিগ হওয়ার পর সলাত না আদায় করলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

(৪) সলাত পরিত্যাগকারীর অন্যান্য সৎ আমল অগ্রাহ্য হবে আর যত আমলই থাকুক সমস্ত বিনষ্ট হবে।

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله- رواه الطبراني في الأوسط، صحيح الجامع ٢٥٧٣

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম (আমলসমূহের) মধ্যে ছলাতের হিসাব-নিকাশ হবে, যদি তা ঠিক থাকে তার সমস্ত আমল ঠিক বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি তার ছলাত বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তার সমস্ত আমলই বিনষ্ট বলে বিবেচিত হবে। (হাদীছটি ত্ববরানী তার আউসাত্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ছহীহুল জামি'

হাঃ নং ২৫৭৩)

(৫) ছলাত পরিত্যাগকারী হাশর পুনরুত্থান হবে কাফির নেতাদের সাথে নবী ﷺ বলেছেন ঃ

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف (رواه أحمد باسناد صحيح)

যে ছলাতের হেফাযত করবে তার জন্য তা কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তি স্বরূপ হবে। আর যে তা হেফাযত করবে না তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তি হবে না। বরং কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরআউন,হামান এবং উবাই ইবনু খালাফের সাথে হবে।" (ছিফাতুছ ছলাত, নূরস্তানী পৃঃ ১২-১৩)

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ অত্র বইয়ের বক্তব্য ও আমার সংযোজিত এ ভূমিকা থেকে অপরাধমূলক একটি ভুয়া, মিথ্যা, বাত্বিল ও মূর্খতাপূর্ণ একটি ফাতওয়ার মূলোৎপাটিত হয়। আর তা হল মরণোত্তর বেনামাযী ব্যক্তির পরিত্যক্ত ছলাতের উপর কাফফারা আদায়। যদি কাফফারা আদায় করে বেনামাযী ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যায় তবে বেনামাযীর অপরাধ ও শাস্তির ব্যাপারে কুরআন হাদীছের সমস্ত দলীল অনর্থক ও বাত্বিল হয়ে যায়নাকি? অথচ কাফফারা আদায়ের ব্যাপারে কুরআন হাদীছের কোন দলীল নেই। নির্ভরযোগ্য কোন আলিম ও ইমামের উক্তি ও সমর্থন নাই।

আল্লাহ এই বইখানাকে কবূল করে এতে বরকত দিন ও একে বেনামাযীদের হিদায়াতের অসীলাহ বানিয়ে দিন "আমীন"। আর এর দ্বারা মূল লিখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং বইখানা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য যারা আর্থিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের আমলের পাল্লা ভারি করে একে

পরকালে নাজাতের অসীলাহ হিসাবে কবূল করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহাদুলিল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি, তারই নিকট পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং পাপময় আমল ও আত্মার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দানকারী কেউ নেই।

আর সাক্ষ্য প্রাদান করি (এই বলে যে,) এক আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি শরীকহীন।

আরো সাক্ষ্য প্রদান করি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পরিবারভুক্ত সদস্যমণ্ডলীর প্রতি, সহচরবৃন্দের প্রতি এবং সুন্দরভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর কথা হল– আজকাল অনেক মুসলিম নামাযকে (সলাতকে) হেলার চোখে দেখছে ও (গুরুত্ব তাৎপর্য ভুলে) বেকার ভাবছে। এমনকি কেউ কেউ হেলা করে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

যেহেতু অত্র মাসআ'লাটি ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মাসআলায় বর্তমান যুগের মানুষ আক্রান্ত এবং এতে আদি ও নতুন যুগে এই উম্মাতের উলামাও ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। তাই এ সম্পর্কে সাধ্যমত কিছু কথা সন্নিবেশিত করার মনস্থ করলাম। কথাগুলো দুই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম বা বিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সলাত পরিত্যাগের মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে ধর্মত্যাগী হলে কি হবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা।

আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করি, যেন যা কিছু উক্ত মাসআলা সম্পর্কে লিখি তাতে সত্য ও সঠিকের তাওফীক দান করেন।

প্রথম অধ্যায়

সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

এই সলাত পরিত্যাগকরীর বিধান সম্পর্কিত মাসআলাটি ইল্‌মে দীনের মাসআলাসমূহের মধ্যে একটি বড় ধরনের (গুরুত্বপূর্ণ) মাসআলা। পূর্বাপর বিদ্বানগণ এতে মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলেছেন ঃ সলাত পরিত্যাগকারী কাফির, দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত। যদি তাওবাহ করে সলাত না পড়ে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম আবূ হানিফা, মালিক ও শাফিয়ী বলেছেন ঃ সে ফাসিক (পাপাচারী) কিন্তু কাফির নয়।

অতঃপর (শাস্তি নির্ধারণে) মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম মালিক ও শাফিয়ী বলেছেন ঃ শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তাকে শাসাতে হবে, হত্যা করা যাবে না (লিখক বলেন যে, যখন দেখা গেল যে,) এই মাসআলাটি মতভেদযুক্ত মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত তখন উচিত হবে মাসআলাটি কুরআন হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কেননা, আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾

তোমরা যে ব্যাপারেই মতভেদ কর তার (চূড়ান্ত) ফয়সালা আল্লাহর নিকট রয়েছে। **(সূরা শূরা ১০)**

তিনি আরো বলেছেন ঃ

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

যদি তোমরা কোন ব্যাপারে মতভেদ কর তাহলে সেটি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই হলো উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হলে মতানৈক্য সংঘটিত সকল বিষয়ে সকল ব্যাপারে ফয়সালা কুরআন হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে। **(সূরা আন-নিসা ৫৯)**

মতভেদের সময় একমাত্র কুরআন হাদীসের দিকে এজন্য প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা, দু'মতভেদকারীর মধ্যে কোন একজনের অপরের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে না। কারণ প্রত্যেকেই মনে করে যে তার কথাই ঠিক। অথচ কারো কথাই গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী নয়। তাই সে ব্যাপারে ফয়সালা নিতে হলে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাতের মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমরা যদি এই সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কিত মাসআলাটি কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে দেখা যাবে যে, কুরআন হাদীসের নির্দেশ অনুসারে সলাত পরিত্যাগকারী দ্বীন হতে বহিষ্কৃত কাফির।

প্রথমতঃ উক্ত ব্যাপারে কুরআনের দলীল সমূহ ঃ

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তারা তাওবাহ করে সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। **(সূরা তাওবাহ ১১)**

আল্লাহ তাআলা সূরা মারয়ামে বলেন–

﴿ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴾

অতঃপর ঐ (পুন্যবান) পুরুষগণের পরবর্তীতে এমন (অসৎকর্মশীল) লোকদের উদ্ভব হলো যারা সলাতকে ধ্বংস করে দিল এবং নিজেদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করল। অতিসত্বর তারা তাদের পথভ্রষ্টতার ফল ভোগ করবে। কিন্তু যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল করেছ তারা নয়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তারা কিঞ্চিৎ মাত্র অত্যাচারিত হবেনা।

(সূরা মারইয়াম ৫৯-৬০)

দ্বিতীয় আয়াত (অর্থাৎ) সূরা মারইয়ামের আয়াতের নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা সলাত ধ্বংসকারী এবং মনোবৃত্তির অনুসরণকরীদের সম্পর্কে বলেছেন (إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ) কিন্তু যে তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে। অতএব এ কথাই নির্দেশ করছে যে, তারা সলাত ধ্বংস করার সময় ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করার সময় মু'মিন ছিল না এবং প্রথম আয়াত অর্থাৎ সূরা আত-তাওবার নির্দেশনা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার তিনটি শর্তারোপ করেছেন ঃ

প্রথম শর্ত ঃ তাদেরকে শির্ক থেকে তাওবাহ করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ তাদেরকে সলাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে

তৃতীয় শর্ত ঃ তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হব।

কিন্তু যদি শির্ক থেকে তাওবাহ করে সলাত প্রতিষ্ঠা না করে, যাকাত আদায় না করে তাহলে তারা আমাদের (মুসলমানদের) ভাই নয়। অনুরূপভাবে যদি সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় না করে তবুও তারা আমাদের ভাই নয়। (এই হলো আয়াতের নির্দেশনা)

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব তখনই ক্ষুণ্ন হয় যখন কোন ব্যক্তি দ্বীন থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। সে জন্য ফসুক্ব (ছোট খাটো পাপ) ও কুফ্‌র দুনা কুফ্‌ অর্থাৎ ছোটখাটো কুফরীর কারণে ভ্রাতৃত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

এর জন্য দেখুন হত্যার বদলে হত্যা সম্পর্কিত আয়াতটিতে ঃ

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ م بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ﴾

সে ব্যক্তি (হত্যাকারী ব্যাক্তি) স্বীয় (হত্যাকৃত) ভাই (কর্তৃক রক্তপণ) হতে কিছু ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় সে যেন ভালভাবে তার অনুসরণ করে অর্থাৎগ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট অংশ সুন্দরভাবে আদায় করে দেয়। **(সূরা আল-বাকারাহ ১৭৮)**

যদিও কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করা কবীরা গুনাহসমূহের অর্ন্তভুক্ত তবুও আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে হত্যাকারীর হত্যাকৃতের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। (হত্যা করা কবীরা গুনাহ তার দলীল) কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّلَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا﴾

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে। তার শাস্তি চিরন্তন জাহান্নাম এবং তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও লা'নত বর্ষণ করবেন এবং তার জন্য ভীষণ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। **(সূরা আন-নিসা ৯৩)**

আরো দৃষ্টি দিন পরস্পরে লড়াই বিসংবাদকারী দু'টি মু'মিন দলের ব্যাপারে আল্লাহর বাণীটির দিকে ঃ

﴿وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ..... اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ﴾

যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পরে লড়াই বিসংবাদ করে তাহলে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করো .... নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই। অতএব তোমাদের দু' ভায়ের মাঝে (বিসংবাদ হলে) মীমাংসা করো। **(সূরা আল-হুজরাত ৯-১০)**

আল্লাহ তা'আলা (উক্ত আয়াতদ্বয়ে) মীমাংসাকারী দলটি ও বিসংবাদকারী দল দু'টির মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছেন। অথচ (অন্য হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে,) মু'মিনের সঙ্গে লড়াই করা কুফ্র। যেমন ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণের বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে।

عن ابن مسعود رضي الله عنه، ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

ইবনু মাসউদ হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

কুফরী বলা হয়েছে বটে কিন্তু এ কুফরী ধর্ম হতে বহিষ্কারকারী কুফরী নয়। কেননা, যদি ধর্ম হতে বহিষ্কারকারী কুফরী হতো তাহলে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব অবশিষ্ট থাকত না। কারণ কুরআনের আয়াতের নির্দেশ অনুসারে পরস্পরে বিসংবাদ হওয়ার পরেও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকার কথা বুঝা যায়।

অতঃএব এবার স্পষ্টভাবে জানা গেল যে সলাত পরিত্যাগ করা ধর্ম হতে বিচ্যুতকারী কুফরী। কারণ যদি সলাত পরিত্যাগ করা ফিসক (বা সাধারণ পাপ) হতো কিংবা ধর্ম হতে বিচ্যুতকারী কুফরী না হতো তাহলে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব ক্ষুণ্ন হতো না। যেমন মু'মিনকে হত্যা করলে বা তার সঙ্গে লড়াই করলে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

একটি প্রশ্ন ঃ সূরা তাওবার আয়াতের মর্মানুসারে যাকাত অনাদায়কারীও কি কাফির?

উত্তর ঃ কোন কোন বিদ্বানের মতানুসারে যাকাত অনাদায়কারীও কাফির। ইমাম আহমাদ হতে এ ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা এসেছে– একটি বর্ণনা উক্ত মতপন্থী। অগ্রাধিকার যোগ্যমতে সে কাফির নয়। তবে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। যে শাস্তির কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে উল্লেখ করেছেন। যেমন- আবূ হুরাইরার হাদীসে এসেছে ঃ

أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তির কথা উল্লেখ করে হাদীসের শেষের দিকে বলেছেন। অতঃপর সে তার রাস্তা দেখতে থাকবে জান্নাতের দিকে কিংবা জাহান্নামের দিকে। উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) যাকাত অনাদায়কারীর গুনাহর অধ্যায়ে দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীসটি যাকাত অনাদায়কারী কাফির না হওয়ার প্রমাণ। কারণ যদি সে কাফির হতো জান্নাতের দিকে রাস্তা দেখার কোন সুযোগই পেত না। সুতরাং এ হাদীসের স্পষ্ট শব্দের বর্ণনা সূরা আত-তাওবার আয়াতের উপলব্ধ মর্মের উপর প্রাধান্য পাবে। যেমনটি ফিক্হী ব্যাকরণ দ্বারা জানা যায়।

দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ্ বা হাদীস হতে প্রমাণপঞ্জী।

قال صلى الله عليه وسلم : «إن بين الرجل وبين الشرك، والكفر، ترك الصلاة». رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় একজন মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে এবং শির্ক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সলাত পরিত্যাগ করা।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম জাবির (রাঃ)-এর বরাতে কিতাবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন ঃ

عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

বুরাইদা বিন হুসাইব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি আমাদের মাঝে এবং তাদের অর্থাৎ মুশরিকদের মাঝে একমাত্র চুক্তি হলো সলাত, যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিবে সে কাফির হয়ে যাবে।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।

এখানে كفر অর্থ الكفر المخرج عن الملة ধর্ম হতে বহিষ্কারকারী কুফর। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সলাতকে মু'মিন এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এটা সর্বজনবিদিত যে, কুফুর ইসলাম ধর্মের বিপরীত। সুতরাং যে ব্যক্তি এ চুক্তি না মানবে সে কাফিদের অন্তর্ভুক্ত।

وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي اللّه عنها، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا : "أفلا نقاتلهم؟" قال : "لا ما صلوا".

সহীহ মুসলিমে উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, অচিরে এমন কিছু নেতার আবির্ভাব ঘটবে তোমরা যাদের কুআচরণ চিনবে এবং অস্বীকার করবে। যে চিনবে সে মুক্তি পাবে। আর যে অস্বীকার করবে সে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যারা তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের অনুসরণ করবে তাদের রক্ষা নেই। তারা (সাহাবাগণ) বললেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো না? রাসূল ﷺ বললেন ঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সলাত পড়তে থাকবে যুদ্ধ করা যাবে না।

وفي صحيح مسلم أيضاً، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم". قيل : يارسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال : "لا ما أقاموا فيكم الصلاة".

সহীহ মুসলিমে আউফ বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাসো আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে এবং তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্যে দু'আ কর। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো ও তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবো না? আল্লাহর নাবী ﷺ বললেন ঃ না, যত ক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়।

শেষোক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যদি নেতাগণ সলাত প্রতিষ্ঠা না করে তাহলে তাদের সাথে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত নেতারা স্পষ্ট কাফির না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে স্পষ্ট দলীলও রয়েছে।

لقول عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه : "دعانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله". قال : "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اللّه فيه برهان". متفق عليه.

উবাদা বিন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বায়আতের জন্য ডাকলেন, আমরা এসে বায়আত করলাম।

তিনি যেই বিষয়গুলির উপর আমাদের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির কিছুটা এরূপ ঃ খুশী না খুশী, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল এবং বঞ্চিত সকল অবস্থায় নেতার কথা শ্রবণ করবো এবং অনুসরণ করবো এর উপর বায়আত করেছিলাম। (আরো বায়আত করেছিলাম) যেন কোন কাজের বা পদের (নেতৃত্বের) উপযুক্ত ব্যক্তির সাথে বিসংবাদ না করি। অতঃপর বলেছেন, কিন্তু তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত দলীলের ভিত্তিতে যদি দেখ যে, সে স্পষ্ট কাফির হয়ে গেছে তাহলে তাকে ছাড়িওনা।

এ হাদীসের আলোকে তাদের সলাত পরিত্যাগ করাটা (যার কারণে নাবী ﷺ তাদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন) স্পষ্ট কুফরী যার ব্যাপারে আমাদের নিকট কুরআনের দলীল রয়েছে। কিতাব ও সুন্নাতের কোনটাতেই সলাত পরিত্যাগকারী কাফির নয় বা সে মু'মিন বলে উল্লেখ হয়নি। এ ব্যাপারে যা দলীল পাওয়া যায় তা দ্বারা খুব বেশী তাওহীদের ফযীলত ও সাওয়াবের কথা সাব্যস্ত হয় এবং সে সমস্ত দলীল স্বীয় আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বাক বেষ্টনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাওয়ায় সলাত পরিত্যাগ করার নিষিদ্ধতা বহন করছে। অথবা ঐ সমস্ত দলীল মানুষের ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হবে যে অবস্থায় সলাত পরিত্যাগ করার জন্য তার গ্রহণযোগ্য, কারণ বা আপত্তি থাকে। অথবা ঐ সমস্ত দলীল সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া নির্দেশক দলীলগুলো খাস (বিশেষ) ধরা হবে এবং খাস (বিশেষ) দলীল আম (সাধারণ) দলীলের উপর প্রাধান্যতা লাভ

করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া নির্দেশক দলীলগুলোকে তার উজূব (আবশ্যিকতা)-কে অস্বীকার করার অর্থে অর্পণ করা যায় না?

উত্তর ঃ না, তা ঠিক হবে না। কেননা, এতে দু'টো আশঙ্কা আছে।

প্রথম আশঙ্কা ঃ শারি' (শরীয়ত প্রবর্তক) কর্তৃক গণ্যকৃত গুণ যার পরিপ্রেক্ষিতে বিধান দিয়েছেন তা বাত্বিল সাব্যস্ত হয়।

কেননা, শারি' কাফির হওয়ার বিধানকে (সলাত) পরিত্যাগের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন অস্বীকারের সাথে নয়। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছেন সলাত প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তিতে। শুধু মৌখিকভাবে তার ওয়াজিব হওয়ার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নয়। কেননা, আল্লাহ তো এ কথা বলেননি যে, যদি তারা তাওবাহ করে এবং সলাত ওয়াজিব হওয়া স্বীকার করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেননি যে, এক ব্যক্তির মাঝে এবং শির্ক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সলাতের উজূব (আবশ্যিকতা)-কে অস্বীকার করা বা এ কথাও বলেননি যে, আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে চুক্তি হলো সলাতের উজূব (আবশ্যিকতা) স্বীকার করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি এটাই আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হতো তাহলে সেটা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য (অর্থ) নেয়া কুরআনের আয়াত বর্ণনার পরিপন্থী হতো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾

আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি সব কিছু বর্ণনা করার জন্য। **(সূরা নাহল ৮৯)**

নাবী ﷺ-কে সম্বোধন করে আরো বলেছেন ঃ

﴿ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ﴾

আমি তোমার নিকট যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের জন্য যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে সব বর্ণনা করে দাও। **(সূরা নাহল ৪৪)**

দ্বিতীয় আশঙ্কা ঃ এমন গুণ গণ্য করা হয় যাকে শারি' বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট করেননি। কেননা, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ওজুব (আবশ্যিকতা) অস্বীকার করলে ঐ ব্যক্তিরই কাফির হওয়া অনিবার্য হয় যার ওজুবের ব্যাপারে অজ্ঞতার আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়; চাই সে সলাত পড়ুক বা নাই পড়ুক।

অতএব যদি কোন ব্যক্তি সকল শর্ত শারায়েত, আরকান, আহকাম, ওয়াজিব, মুস্তাহাব পালন করতঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে কিন্তু বিনা আপত্তিতে তার ওজুব অস্বীকার করে তাহলেও সে কাফির, যদিও পরিত্যাগ করলো না। সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, (সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া নির্দেশক) দলীলগুলোকে তার ওয়াজিব অস্বীকার করার অর্থে নেয়া ঠিক হবে না। সঠিক কথা এটাই যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির, ধর্ম হতে বহিষ্কৃত। যেমন- ইবনু আবী হাতিম কর্তৃক স্বীয় সুনান গ্রন্থে উবাদা বিন সামিতের বরাতে বর্ণিত হাদীসের ভিতর তার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً، فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة».

উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন– খবরদার, তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করো না। কেননা, যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম হতে বহিষ্কার হয়ে যায়।

যদিও আমরা উক্ত হাদীসগুলোকে অস্বীকার বশতঃ পরিত্যাগের অর্থে ব্যবহার করি তাহলে শুধু সলাতের ব্যাপারে বিশেষভাবে এ কথা বলার কোন কিছু থাকে না। কেননা, অস্বীকারের ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে যাকাত, রোযা ও

হাজ্জের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও কেউ ওগুলোর মধ্যেকার কোন একটির ওয়াজিব অস্বীকার করে তাহলেও কাফির হয়ে যাবে। যদি অজ্ঞতার কারণে তার আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। আর সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া যেমন বর্ণিত শ্রুতিগত দলীলের দাবী, তেমনি বিবেকগত দলীলেরও দাবী।

কেমন করে সলাত পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তির নিকট ঈমান থাকতে পারে। অথচ সলাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ? সলাত আদায় করার প্রতি প্রেরণাদায়ক যে হাদীস এসেছে প্রত্যেক বিবেকবান মু'মিনকে যত্ন সহ তা আদায় করা ও প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দান করে। পরিত্যাগের কারণে যে শাস্তির হুমকি এসেছে প্রত্যেক বিবেকবান মু'মিনের জন্য তাকে পরিত্যাগ না করার ও বিনষ্ট না করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা ও ভীতিগ্রস্ত হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। অতএব এমন (দ্বিমুখী) দলীল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সলাত পরিত্যাগ করা, মানে ত্যাগকারীর নিকট ঈমান অবশিষ্ট না থাকা।

প্রশ্ন ঃ সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া নির্দেশক হাদীসগুলোর অর্থ ধর্মের কুফরী না হয়ে নি'মাতের (অর্থাৎ আল্লাহর দানের) কুফরী অর্থের সম্ভবনা রাখে না কি? অথবা কুফরী থেকে বড় কুফরী উদ্দেশ্য না নিয়ে ছোট কুফরী উদ্দেশ্য নেয়া যায় না কি?'

তাহলে আল্লাহর নাবী ﷺ -এর নিম্ন বর্ণিত হাদীছ দু'টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত–

«إثنتان بالناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت». وقوله : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». ونحو ذلك.

(হাদীস দু'টির অর্থ) মানুষের দু'টি আচরণ কুফরী আচরণ ঃ

১। বংশের ত্রুটি বর্ণনা করা

২। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা।

(দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ) মু'মিনকে গালি দেয়া ফুসুক্ব (পাপাচারী) এবং তার সঙ্গে লড়াই করা কুফরী। (উল্লেখ্য হাদীস দু'টিতে কুফর অর্থ ছোট কুফর উদ্দেশ্য) আরো এ অর্থের ন্যায় অপরাপর হাদীছসমূহ রয়েছে।

উত্তর ঃ এ সম্ভাবনা ও সদৃশ্যতা প্রদান করা বিভিন্ন কারণে ঠিক নয়। (কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো)

১। নাবী ﷺ সলাতকে কুফর ও ঈমান এবং মু'মিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী সীমারেখা ধার্য করেছেন। আর সীমারেখা সীমিত জিনিসকে অন্য জিনিস হতে পৃথক করে বের করে দেয়। সুতরাং সীমা ও সীমিত দু'টি পরস্পর বিরোধী বিপরীত জিনিস যার একটি আর একটির ভিতর প্রবেশ করতে পারে না।

২। সলাত হলো ইসলামের একটি রুকুন বা স্তম্ভ। অতএব তার পরিত্যাগকারীরকে কুফর গুণে গুণান্বিত করাটাই নির্দেশ করছে যে, এটা ইসলাম হতে বহিষ্কারকারী কুফর।

৩। অন্য দলীল দ্বারা সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির ও ধর্মচ্যুত হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। অতএব উক্ত দলীলের নির্দেশ অনুসারে কুফরের অর্থ ধর্ম হতে বহিষ্কারকারী কুফর নেয়াই উচিত।

৪। কুফর শব্দের ব্যবহার ভঙ্গী ভিন্ন রূপী ঃ সলাত পরিত্যাগের ক্ষেত্রে বলেছেন– একজন মু'মিন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত।

الكفر। শব্দটি ال (আলিফলাম আর্টিক্যাল) দ্বারা ব্যবহার করেছেন যার অর্থ সত্যিকারী কুফর। পক্ষান্তরে كفر শব্দটি আর্টিক্যালবিহীন কিংবা ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করা হলে নির্দেশ করতো যে এ কাজটি কুফরীর অর্ন্তভুক্ত কিংবা এ কাজটিতে কুফরী করেছে। কিন্তু ঐ কুফরী নয়, যে কুফরী ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ সুন্না মুহাম্মাদিয়ার ছাপা ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুসতাক্বীম গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় আল্লাহর নাবী ﷺ -এর হাদীস إثنتان بالناس هطما بهم كفر সর্ম্পকে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন।

আল্লাহর নাবী ﷺ -এর বাণী ঃ

هما بهم كفر অর্থাৎ এই দু'টি আচরণ কুফর, মানুষের সাথে জড়িত থাকে। স্বয়ং আচরণ দু'টি কুফর ; কুফরী আচরণসমূহের যেখানেই তার অবস্থান হোক না কেন। এ দু'টি সর্বদায় মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু

আবার কারো নিকট কুফরের শাখাসমূহের কোন একটি শাখা পাওয়া গেলেই প্রকৃত কাফির হয়ে যায় না। যেমন কারো নিকট ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে কোন একটি শাখা পাওয়া গেলেই খাঁটি মু'মিন হয় না।

২। পার্থক্য রয়েছে আলিফলাম আর্টিক্যাল সংযুক্ত كفر এর মাঝে ঃ যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী ঃ

«ليس بين العبد وبين الكفر، أو الشرك إلا ترك الصلاة»

এবং হাঁ বোধক বাক্যে আর্টিক্যালবিহীন كفر এর মাঝে।

অতএব যখন স্পষ্ট হলো যে, উল্লিখিত দলীলাদির ভিত্তিতে বিনা ওযরে সলাত পরিত্যগকারী ধর্ম হতে বিচ্যুত কাফির তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের গৃহীত মতই সঠিক হলো আর এটাই ইমাম শাফিয়ীর দু'টি মতের একটি মত। যেমন ইমান ইবনু কাসীর আল্লাহর বাণী ঃ

﴿فَخَلَفَ مِنْ م بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ﴾

এর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েমও কিতাবুস সলাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এটাই ইমাম শাফিয়ীর দু'টি মতের একটি মত। ইমাম তাহাবীও ইমাম শাফিয়ী থেকে অনুরূপ কথা নকল করেছেন।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতেরই অনুসারী ছিলেন বরং একাধিক জন এ কথার উপর তাদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

قال عبد الله بن شقيق : "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شر طهما.

আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক বলেছেন ঃ নাবী ﷺ -এর সাহাবাবর্গ সলাত ব্যতীত অন্য কোন আমল পরিত্যাগের জন্য কাফির হওয়ার মত পোষণ করতেন না। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম বুখারী এবং মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

قال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف : «صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر».

প্রসিদ্ধ ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াহ্ বলেছেন যে, বিশুদ্ধ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির এবং এভাবে নবী ﷺ হতে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত বিদ্বানগণের এই মত ছিল যে, বিনা আপত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়মত সলাত পড়া পরিত্যাগকারী কাফির।

ইবনু হায্ম উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে উমার, আবদুর রহমান বিন আউফ, মুআয বিন জাবাল, আবূ হুরাইরাহ ও অপারাপর সাহাবাগণ হতে।

তিনি আরো বলেন যে, সাহাবাগণের মধ্যে কেউ এর বিরোধিতা করেছেন বলে জানি না।

মুন্যিরী স্বীয় গ্রন্থ 'তারগীব তারহীব'-এ ইমাম ইবনু হায্ম থেকে এ কথা নকল করেছেন এবং আরো কিছু সাহাবায়ে কিরামের নাম বৃদ্ধি করেছেন। তারা হলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবির বিন আবদুল্লাহ ও আবুদ্ দারদা প্রমুখগণ।

আরো বলেন, সাহাবাগণ ব্যতীত যারা এ মতের অনুসারী তারা হলেন– ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াহ্, নাখ্ঈ, হাকাম বিন উ'য়ায়নাহ, আইয়ুব্ সিখ্তিয়ানী, আবূ দাউদ তায়ালিসী, আবূ বাক্র বিন আবি শাইবাহ্, যুহাইর বিন হার্ব ও অন্যান্যগণ।

প্রশ্ন ঃ যারা সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়ার পক্ষপাতি নয় তাদের দলীলের কি উত্তর দিবেন?

উত্তর ঃ তাদের ঐ সমস্ত দলীলে সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা যাবে না বা সে মু'মিন কিংবা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না বা জান্নাতে প্রবেশ

করবে এমন কিছুই উল্লেখ হয়নি। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত দলীল গভীর দৃষ্টিতে দেখবে সে তাদের দলীলগুলোকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত পাবে। কোন ভাগই কাফির বলার পক্ষপাতিদের দলীলের বিরোধী নয়।

প্রথম ঃ দুর্বল হাদীস যেগুলো বিষয়ের প্রতি অস্পষ্ট, দলীল গ্রহণের চেষ্টা করেও তার দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় ঃ এমন হাদীস যার ভিতর মূল বিষয়ের কোন দলীল নাই। যেমন তাদের কেউ কেউ আল্লাহর এই বাণী থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।

﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক স্থাপনের পাপ মার্জনা করবেন না, তবে এর চেয়ে ছোট সকল পাপ মার্জনা করবেন। **(সূরা আন-নিসা ৪৮)**

অত্র আয়াতে (مادون ذلك) এর অর্থ ঃ যে পাপ তার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের হবে। এটা অর্থ নয় যে, ওটা ব্যতীত যত পাপ রয়েছে সব ক্ষমা করবেন। এ কারণে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে সে কাফির যাকে আল্লাহ (ক্ষমা না চাইলে) ক্ষমা করবেন না অথচ তার এ পাপ শির্ক নয়।

যদি মেনেও নেয়া যায় যে, (مادون ذلك) এর অর্থ (ماسوى ذلك) অর্থাৎ শির্ক ব্যতীত সকল পাপ। তাহলে এটা ঐ আম (ব্যাপক অর্থবোধক) দলীলের আওতাভুক্ত হবে যাকে শির্ক ও কুফ্র সাব্যস্তকারী দলীল ব্যতীত অন্য ইসলামচ্যুতকারী অমার্জনীয় পাপের কথা নির্দেশক হাদীস দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়েছে। যদিও সেটা শির্ক না হয়।

তৃতীয় ঃ এমন হাদীস যা আম (ব্যাপক অর্থবোধক) সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া নির্দেশক হাদীস দ্বারা খাস (বিশিষ্ট) হয়েছে। যেমন- মুআয বিন জাবাল থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار»

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ প্রকৃত উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। এ হলো বিশিষ্ট কৃত সাধারণ দলীলের কিছু শব্দ। অনুরূপভাবে আবূ হুরাইরাহ, ওবাদাতুবনুস্ সামিত ও আত্বানুব্নু মালিক (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ ঃ এমন সাধারণ দলীল যা অন্য হাদীস দ্বারা বিশিষ্ট হয়েছে ফলে সলাত পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।

যেমন আত্বান বিন মালিকের হাদীসে আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». رواه البخاري.

নিশ্চয় আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আরো বলেছেন মুআয (রাঃ)-এর হাদীসে ঃ

«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» رواه البخاري.

যে ব্যক্তির অন্তর থেকে সত্যিকারার্থে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ প্রকৃত উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাকে (স্পর্শ করা) জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

সাক্ষ্য দু'টি অর্থাৎ আল্লাহর একত্বতা ও মুহাম্মাদ ﷺ -এর রিসালাতের সাক্ষ্য মনের ইখলাস এবং সত্যিকারার্থে অন্তর থেকে দেয়াই তাকে (সলাত পরিত্যাগকারীকে) সলাত পরিত্যাগ থেকে বিরত রাখবে।

যেহেতু যে ব্যক্তিই সাক্ষ্য দু'টি সত্যিকারার্থে মনের ইখলাসের সাথে প্রদান করবে সে ব্যক্তিই সলাত না পড়ে পারবে না। কারণ সলাত হলো

ইসলামের স্তম্ভ এবং রব ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনকারী উপায়। যদি সত্যিকারার্থে তার আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য হয় তাহলে অবশ্যই সে ওটা পালন করবে যেটা তার জন্য সেই সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয় এবং অবশ্যই সে ঐ সমস্ত জিনিস (কাজ) থেকে বিরত থাকবে যে কাজ তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় হয়।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থে অন্তর থেকে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার রাসূল, অবশ্যই তার এ বিশ্বাস তাকে রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করতঃ খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য সলাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কারণ এটা সত্যিকারার্থে সাক্ষ্য প্রদানের দাবী।

পঞ্চম ঃ এমন অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যেই অবস্থায় সলাত পরিত্যাগ করলে আপত্তিগ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম ইবনু মাজাহ হুযাইফা বিন ইয়ামানের বরাতে বর্ণনা করেছেন–

«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» –الحديث –وفيه. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : «أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها» فقال له صلة : «ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : «يا صلة تنجيهم من النار» ثلاثاً.

ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেমন কাপড়ের ছাপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। হাদীসটি দীর্ঘ, এর ভিতরে উল্লেখ হয়েছে। কিছু শ্রেণীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মানুষ অবশিষ্ট থাকবে; তারা বলবে আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (শুধু) এই কালেমাই পড়তে শুনেছি لا إله إلا اللّٰه তাই আমরাও সেটাই বলি।

সিলাহ্ নামক এক ব্যক্তি (হুযাইফার শ্রোতা) তাঁকে বলল, তারা সলাত, সিয়াম, কুরবানী, সাদাকা (যাকাত) কিছু জানল না; তাদের জন্য এ কালেমা لا إله إلا الله- যথেষ্ট হবে না। (এ কথা শুনে) হুযাইফা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনবার সে ব্যক্তি এ কথাটা বলল প্রত্যেকবারই হুযাইফাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তৃতীয় বারে তাকে বললেন, জেনে রাখ হে সিলাহ্! এ কালেমাই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে- এ কথাটি তিনবার বললেন, তাদেরকে ঐ কালেমাই জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে এজন্য যে, তারা শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে শরীয়তের অন্যান্য কাজ পরিত্যাগের জন্য তাদের আপত্তি গ্রহণীয়। তাদের সাধ্যমত তারা অতটুকুই করতে পেরেছে। তাদের অবস্থা ঐ সমস্ত লোকদের মত যারা শরীয়ত পাওয়ার পূর্বে বা পাওয়ার পর সে অনুযায়ী আমল করতে পাওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।

যেমন কেউ কালিমাহ্ শাহাদাত পড়লো কিন্তু শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার সুযোগ পাওয়ার পূর্বে মারা গের অথবা কাফির ভূমিতে ইসলাম গ্রহণ করলো কিন্তু শরীয়ত সম্পর্কে জানতে পারার পূর্বেই মারা গেল।

মোট কথা, যারা সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফির মনে করে না তাদের দলীল কাফির হওয়ার মতপন্থীদের দলীলের বিরোধিতার যোগ্য নয়। কেননা, তারা যে সমস্ত দলীল পেশ করে থাকেন দুর্বল, অস্পষ্ট কিংবা মূল বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে না কিংবা এমন গুণে গুণান্বিত যার কারণে সলাত পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কিংবা এমন অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যে অবস্থায় সলাত পরিত্যাগ করলে আপত্তি গ্রহণীয়। কিংবা আম হাদীস– যাকে কাফির হওয়া নির্দেশক দলীল বিশিষ্ট করেছে।

যখন বিরোধহীন ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন দলীল দ্বারা সলাত পরিত্যাগকারীর কাফির হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তার প্রতি কাফির ও ধর্মত্যাগকারীর বিধান প্রযোজ্য হওয়া ওয়াজিব। কেননা, বিধান সর্বাবস্থায় (বিদ্যমান অবিদ্যমানে) তার কারণের সাথে প্রদক্ষিণশীল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সলাত পরিত্যাগ বা অন্য কোন ভাবে ধর্ম পরিত্যাগ করলে যে সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হয় সেই প্রসঙ্গে

ধর্মত্যাগীর প্রতি কিছু ইহলৌকিক ও কিছু পারলৌকিক বিধান প্রযোজ্য হয়।

প্রথমতঃ ইহলৌকিক বিধানসমূহ ঃ

১। তার মালিকানা ক্ষুণ্ন হয় ঃ যে সমস্ত ব্যাপারে ইসলাম মালিক/অভিভাবক বা অভিভাবকত্ব থাকার শর্ত করেছে সে সমস্ত ব্যাপারে তাকে মালিক বানানো যাবে না। অতএব নিজের সন্তান বা অন্য কারো সে অভিভাবকত্ব করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্বীয় কন্যা বা অন্য কোন কন্যার ওয়ালী হয়ে বিবাহ দিতে পারবে না।

আমাদের ফাক্বীহ্গণ তাদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, কোন মুসলিম নারীর বিবাহের জন্য ওয়ালীকে মুসলিম হওয়া শর্ত। তাঁরা বলেছেন যে, কোন কাফির কোন মুসলমি নারীর ওয়ালী হতে পারবে না।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সঠিক বুদ্ধি সম্পন্ন ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হবে না। আর সবচেয়ে বড় সঠিকতা হলো ইসলাম ধর্ম মানা এবং সবচেয়ে জঘন্য নিবুর্দ্ধিতা ও বোকামী হলো কাফির ও ধর্মত্যাগী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ﴾

ইবরাহীম নাবীর ধর্ম থেকে ঐ ব্যক্তিই বিমুখ হবে যে নিতান্ত বোকা।

(সূরা আল-বাকারাহ ১৩০)

২। আত্মীয়-স্বজনের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হওয়ার অধিকার খর্ব হবে। কেননা, একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না এবং একজন মুসলিমও একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কারণ উসামাহ্ বিন যায়েদের বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

নাবী ﷺ এরশাদ করেছেন যে, একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না এবং একজন মুসলিমও একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছে।

৩। তার জন্য মক্কা এবং তার হারাম কৃত সীমারেখায় প্রবেশ করা হারাম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾

হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন এ বছর পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। **(সূরা আত-তাওবাহ ২৮)**

৪। তার জবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ হারাম। কেননা, জবাই করার জন্য শর্ত হলো জবেহকারীকে মুসলিম কিংবা ইয়াহুদ কিংবা নাসারা হতে হবে। পক্ষান্তরে ধর্মত্যাগী, প্রতিমা পূজারী, অগ্নি পূজারী ও এদের সাদৃশ কারো জবেহকৃত পশু হালাল নয়।

খাযিন তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ

قال الخازن في تفسيره : «أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له».

বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অগ্নি পূজারী, শির্কপন্থী,

আরবের মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও কিতাবহীনদের জবেহকৃত পশু হারাম।

قال الإمام أحمد : «لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة».

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন যে, কোন বিদআতী ছাড়া কেউ উক্ত মতের বিরুদ্ধে উক্তি করেছে বলে আমি জানি না।

৫। মৃত্যুর পর তার উপর জানাযা পড়া এবং তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করা হারাম।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

খবরদার! তাদের কেউ মারা গেলে তার উপর সলাত পড়বে না এবং তার কবরের নিকট দাঁড়াবেও না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

(সূরা আত-তাওবাহ ৮৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

নাবী এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জাহান্নামী হওয়া স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা আদৌ উচিত নয়। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন? এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর তার পিতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করাটা তার সঙ্গে কৃত ওয়াদা রক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখনই তার থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছেন। নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) অধিক ধৈর্যশীল ও অধিক প্রত্যাবর্তনকারী। **(সূরা আত-তাওবাহ ১১৩-১১৪)**

যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে– তার কুফরী যে কারণেই হোক, তার জন্য কোন ব্যক্তির রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা মানেই দু'আর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ও আল্লাহর সঙ্গে একপ্রকার মশকারী করা এবং আল্লাহর নাবী ﷺ ও মু'মিনগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

কি করে শোভা পায় ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এমন ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করা যে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে? সে তো আল্লাহর শত্রু। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী, রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে (সে কাফির) এবং নিশ্চয় আল্লাহর কাফিরদের শত্রু। **(সূরা আল-বাকারাহ ৯৮)**

মু'মিনের জন্য প্রত্যেক কাফিরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ – اِلَّا

﴿الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ﴾

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ঘোষণা দিল তার পিতা ও স্বগোত্রকে এ বলে যে, তোমরা যার উপাসনা কর তার থেকে আমি মুক্ত। কিন্তু ঐ সত্ত্বা থেকে নয়, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তিনি আমাকে সঠিত পথপ্রদর্শন করবেন। **(সূরা যুখরুফ ২৬-২৭)**

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ﴾

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সহচরবৃন্দের মাঝে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। কেননা, তারা স্বগোত্রকে এ বলে ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমরা তোমাদের থেকে ও আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার উপাসনা করে থাকো তার থেকে একেবারে মুক্ত এবং তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সূচনা হল। **(সূরা মুমতাহিনা ৪)**

ঈমানের সবচেয়ে মজবুত কব্জা হলো আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা, আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, যাতে তোমার ভালবাসা, ঘৃণা করা, বন্ধুত্ব করা, শত্রুতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হয়।

৬। তার জন্য মুসলিমাহ্ মহিলা বিবাহ করা হারাম। কেননা, সে তো কাফির এবং কাফিরের জন্য মুসলমান নারী বিবাহ করা হালাল নয়, এটাই দলীল প্রমাণ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের নিকট মু'মিনা মহিলারা হিজরত করে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ অধিক জ্ঞাত তাদের ঈমান সম্পর্কে। (পরীক্ষার মাধ্যমে) যদি জানতে পারো যে, তারা মু'মিনা; তাহলে খবরদার তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দিওনা। কেননা, তারা তাদের জন্য হালাল নয় এবং ওরাও এদের জন্য হালাল নয়। **(সূরা মুমতাহিনা ১০)**

মুগনী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫৯২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেছেন যে, সমস্ত বিদ্বান মহলের ঐকমত্যানুসারে আহলে কিতাব (ইয়াহুদ নাসারা) ব্যতীত যত কাফির রয়েছে তাদের নারী এবং জবেহকৃত পশুর গোশত হারাম। আরো বলেছেন যে, ধর্মত্যাগী নারীকে বিবাহ করা হারাম। সে যেই ধর্মেই থেকে থাকুক। কেননা, তার স্বীকৃতি দানের ফলেই– যে ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে সেই ধর্মের বিধান তার জন্য সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তাকে হালাল জানা ঠিক নয়।

এবং অষ্টম খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগীদের) বর্ণনার অধ্যায়ে বলেছেন, যদিও সে বিয়ে করে ফেলে, তবে তার বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা, বিবাহের উপর বহাল রাখা যাবে না, আর যে বিষয় বিবাহের উপর বহাল রাখা রোধ করে সে তার সংঘটনকেও রোধ করবে। ব্যাপারটি ঠিক কোন কাফিরের মুসলিম নারীকে বিবাহ করার ন্যায়।

প্রিয় পাঠক, আপনি দেখতেই পেলেন যে, গ্রন্থকার ধর্মত্যাগকারীকে বিবাহ করা অবৈধ ঘোষণা দিলেন এবং ধর্মত্যাগীর জন্যও (মুসলিম নারী) বিবাহ করা ঠিক নয়। তাহলে কোন্‌টি হবে যদি ধর্মত্যাগের ব্যাপারটি ঘটে বিবাহ বন্ধন সম্পাদনের পর?

মুগনী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেছেন যে, যদি মিলনের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় তাহলে

তৎক্ষণাৎই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং কেউ কারো ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হতে পারবে না। কিন্তু যদি মিলনের পর মুরতাদ হয় তাহলে এ ব্যাপারে, দু'টি বর্ণনা এসেছে।

একটি হলো– তৎক্ষণাৎই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়টি হলো– ইদ্দত্ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বন্ধন বিদ্যমান থাকবে।

মুগনী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৬৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, মিলনের পূর্বে ধর্মত্যাগী হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং এই মতের স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে।

ইমাম মালিক ও আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতানুসারে মিলনের পরেও তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে ইদ্দত্ শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্ধন অবশিষ্ট থাকবে।

উক্ত মতামত অনুসারে বুঝা যায় যে, ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন ধর্মত্যাগী হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে মিলনের পূর্বে হলে তৎক্ষণাৎই বিচ্ছেদ হবে এবং মিলনের পর হলে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট তৎক্ষণাৎই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট ইদ্দতের পর বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিকট থেকে দু'রকমেরই বর্ণনা এসেছে।

৬ষ্ঠ খণ্ডের ৬৪০ পৃষ্ঠায় এরূপ এসেছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সঙ্গে ধর্মত্যাগী হয় তবে তাদের হুকুম হলো, যে কোন একজন ধর্মত্যাগী হওয়ার মতই। যদি মিলনের পূর্বে হয় তাহলে তৎক্ষণাৎই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কিন্তু যদি মিলনের পর হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদ হবে না; ইদ্দত শেষ হলে হবে। এক্ষেত্রেও উক্ত বর্ণনা দু'টি প্রণিধানযোগ্য। আর এটাই ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, যেহেতু তারা ভিন্নধর্মী হয়নি তাই এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করার অবস্থার সাথে তুলনা করে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়াই শ্রেয়। কিন্তু মুগনী গ্রন্থের গ্রন্থকার এ কিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলেছেন।

সুতরাং যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ধর্মত্যাগী নারী হোক বা পুরুষ হোক কোন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ ঠিক নয়। কুরআন-হাদীসের নির্দেশ এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের উক্তি অনুসারে সলাত পরিত্যাগকারী কাফির।

সুতরাং এটা স্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি সলাত পড়ে না অথচ মুসলমান নারী বিবাহ করেছে, নিঃসন্দেহে তার বিবাহ অশুদ্ধ এবং এ বিবাহ বন্ধনে তার জন্য সেই স্ত্রী বৈধ নয়। যদি সে তাওবাহ করতঃ আবার ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তবে অবশ্যই তাকে নতুন করে সেই স্ত্রীকে বিবাহ করতে হবে এবং অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে নারীর ক্ষেত্রে যদি সে সলাত না পড়ে।

এ মাসআলাটি কাফিরদের কুফর অবস্থায় বিবাহের চেয়ে ভিন্ন রূপ। যেমন- কোন কাফির পুরুষ কাফির মহিলাকে বিবাহ করল, অতঃপর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করল। যদি তার ইসলাম গ্রহণ মিলনের পূর্বে হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার ইসলাম গ্রহণ মিলনের পর হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার স্ত্রী ঠিকই থাকবে। কিন্তু যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তবে সেই স্ত্রীর প্রতি তার কোন অধিকার থাকবে না। কারণ ইসলাম আনার পর থেকেই তো বিবাহ বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

নাবী ﷺ -এর যুগে কাফিররা স্বস্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করত এবং নাবী ﷺ তাদেরকে তাদের বিবাহের উপর স্থির রেখে দিতেন। কিন্তু হারামের কারণ বিদ্যমান পাওয়া গেলে পৃথক করে দিতেন। যেমন অগ্নিপূজক স্বামী-স্ত্রী তাদের মাঝে (ইসলামের নিয়মানুসারে) বিবাহ অবৈধ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করলে অবশ্যই দু'জনের মাঝে পৃথক করতে হবে।

উক্ত মাসআলাটি ঐ মুসলিমের মাসআলার মত নয়, যে ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কাফির হয়েছে। অতঃপর মুসলিম নারীকে বিবাহ করেছে। কেননা, কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে মুসলমান নারী কাফিরের জন্য হালাল নয়, যদিও সে ধর্মত্যাগী কাফির না হয়ে প্রকৃত কাফিরও হয়।

অতএব যদি কোন কাফির মুসলিম নারী বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের মাঝে পৃথক করা আবশ্যক এবং যদি ইসলাম গ্রহণ করে সেই স্ত্রীকে পেতে চায় তাহলে নতুন আক্বদ্ ব্যতীত সেটা সম্ভব হবে না।

৭। সলাত পরিত্যাগকারী কর্তৃক মুসলিম মহিলার গর্ভধারিত সন্তানদের হুকুম ঃ সর্বাবস্থায় সন্তান মায়ের বলে গণ্য হবে। কিন্তু যাদের নিকট সলাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়, তাদের নিকট সন্তান সর্বাবস্থায় বিবাহকারী ব্যক্তির বলে গণ্য হবে। কেননা, তাদের নিকট তার এ বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য। কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত গবেষণা অনুসারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবো– যদি স্বামী এমন হয় যে, তার বিবাহ বাতিল; তাই জানে না বা জানা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে না, এক্ষেত্রে সন্তান তারই থাকবে। কেননা, এমতাবস্থায় তার বিশ্বাস অনুপাতে তার মিলন বৈধ। তার এ মিলনকে সংশয় বিজড়িত মিলনের ভিতর গণ্য করে তার সাথে বংশধর সম্পৃক্ত করা যাবে।

কিন্তু যদি জেনে থাকে যে, তার বিবাহ বাতিল এবং তা বিশ্বাসও করে তবে সন্তানাদি তার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে যাদের দৃষ্টিতে তার মিলন হারাম– তাদের মতে সে সকল সন্তান এমন পানি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে যে পানি তার জন্য হালাল নয় এমন নারীর গর্ভে ঢেলেছে।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মত্যাগীর পরকালীন হুকুম ঃ

১। ফেরেশতাগণ তাকে শাসাবে এবং আঘাত করতে থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল এবং পশ্চাৎ দেশে প্রহর করবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَٰئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ج وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ - ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

(হায় কি করুণ অবস্থা) যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশতারা কাফেরদের মৃত্যু ঘটায় এবং তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাৎ দেশে প্রহার করে (এবং বলে) আস্বাদন কর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের উপর একটুও অত্যাচার করেন না। **(সূরা আনফাল ৫০-৫১)**

২। কাফির এবং মুশরিকদের সাথে তার পুনরুত্থান হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ﴾

(হে ফেরেশতামণ্ডলী আমার) যারা শির্ক করেছে তাদেরকে এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে ও আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা করত তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে (হাশরের মাঠে) একত্রিত কর এবং দোযখের সোজা পথটি তাদেরকে দেখিয়ে দাও। **(সূরা সফফাত ২২-২৩)**

أزواج শব্দটি زوج শব্দের বহুবচন এর অর্থ ঃ প্রকার, ধরণ, মত।

অর্থাৎ যারা শির্ক করেছে তাদেরকে এবং তাদের শ্রেণীভুক্ত সকল শির্কপন্থী এবং কুফ্রপন্থীদেরকে একত্রিত কর।

৩। তারা চিরন্তন জাহান্নামে অবস্থান করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ج لاَ يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا - يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ﴾

নিশ্চয় কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নাত (ভর্ৎসনা) বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য দোযখ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা চিরদিন তার ভিতরে অবস্থান করবে এবং কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। যে দিন তাদের মুখমণ্ডলগুলো জাহান্নামের অভিমুখে করা হবে (সে দিন আফসোস করে) বলবে, ইস্ যদি আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুসরণ করতাম। **(সূরা আহ্যাব ৬৪-৬৬)**

এখান থেকেই আলোচ্য মাসআলাটির উপর বক্তব্য শেষ হলো।

উপসংহারে লিখক বেনামাযীদের উদ্দেশে তার মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন–

যারা তাওবাহ্ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য তাওবার দরজা এখনো উন্মুক্ত রয়েছে। সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই! অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, পুনরায় এমন না করার অঙ্গীকার করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করতঃ খালিস অন্তরে আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করুন। আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾

যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করবে এবং ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তার পাপরাশিকে আল্লাহ্ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যে তাওবাহ্ করে ও সৎকাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। **(সূরা ফুরক্বান ৭০-৭১)**

আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদের সকল কাজ-কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করা সহজ করে এবং আমাদের সকলকে সরল সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের পথ যাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেছেন– নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল বান্দাগণ। ওদের পথ নয়, যারা পথভ্রষ্ট ও ক্রোধভাজন হয়েছে।

সমাপ্ত

وبعد إكمال الترجمة أرسلتها إلى د.أسد الله الغالب عميد كلية اللغة العربية حاليا بجامعة حكومية راجشاهي و أمير مؤسس لتوحيد ترست وحركة أهل الحديث بنغلاديش، وفى أيام مراجعته التي طالت ستة شهور" طبعت الرسالة من أحد مكاتب توعية الجاليات بالسعودية ،بترجمة الأخ مطيع الرحمن ، على فلم اتحرك في طباعته ونشره،

وها اليوم أتصدى لطباعة الكتاب ونشره لشدة ضرورته في ساحة هذه البلاد حيث ظاهرة ترك الصلاة منتشرة بشكل رهيب جدا، أخبرني أحد الدكاترة في جامعة دار الإحسان أن المؤسسة الإسلامية قامت بإحصائية أناس الذين يصلون فوجدت٢% منهم يصلون خمس صلوات و٨٠% يصلون صلاة الجمعة ، وبالمقابل أنا جربت بتطبيق بعض ما جاء في هذه الرسالة في قريتي فالتزم أهل القرية كلهم الصلاة التزامًا كاملا إلا شخص واحد فأجبره بقية أهل القرية على التزام الصلاة فتاب والتزم،

قد وضعت مقدمة في بداية هذه الرسالة المترجمة تناولت فيها ثلاثة أمور وهي تعتبر تكمة للرسالة و متطلبات لها : (١) أسباب كثرة تاركي الصلاة في هذه البلاد - فذكرت عشرة أسباب بعد التتبع فيها وقد يوجد أكثر منها (٢) التعريف بتارك الصلاة أو من ينطبق عليه وصف تارك الصلاة (٣) أهمية الصلاة وخطورة تركها، إنما وضعت هذه المقدمة في طليعة هذه الرسالة رجاء أن يهتدي بها تاركوا الصلاة

أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد وكتب انتشار هذه الرسالة والقبول لدى المسلمين ويجعل هذه الرسالة سببا لاهتداء تاركي الصلاة فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه /مترجم الرسالة
أكرم الزمان بن عبد السلام

كلمة المترجم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

فإن الكتاب "حكم تارك الصلاة" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كتاب قيم في بابه، عند ما كان وقع هذا الكتاب بيدي قرأته بالتأني فأعجبني ترتيب هذا الكتاب لأنه تناول حكم تارك الصلاة من جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وقد أكملت ترجمته و أنا كنت طالبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في السنة الرابعة من الكلية وبعد أن أكملت ترجمة هذه الرسالة أحسست بشدة ضرورة أخذ الموافقة من مؤلفها على ترجمتها وطباعتها ونشرها ،وقد هيأ الله لي فرصة لمجاورة الشيخ في مبنى واحد مع المشائخ الآخرين من كبار علماء المملكة ،بجوار مترل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بمكة المكرمة في توعية الحج لعام١٤١٤ هـ/١٩٩٤م وقد طالت لي مجاورتهم ومجالستهم ومصاحبتهم إلى عشرين يوما تقريبا. وفي أثناء هذه الأيام استأذنت الشيخ يوما للدخول عليه في غرفته فأذن لي فسلمت عليه وكلمته وأخبرته برغبتي في ترجمة كتابه فأذن لي ونبهني بتنبيه واحد هو أن ترجمة هذه الرسالة تحتاج إلى الدقة الشديدة وضرب لي مثالا قائلا : أنا أثبت في هذه الرسالة أن "تارك الصلاة كافر " لو ترجمت لفظ "كافر" بكلمة تفيد أن تارك الصلاة "فاسق " لضاعت الجهود التي بذلت في هذه الرسالة وعطلت الكتاب كله بكلمة واحدة، قلت للشيخ أن سبب وسر رغبتي في ترجمة هذا الكتاب هو هذا الحكم "أن تارك الصلاة كافر" سواء كان إنكارا أو عامدا أو تساهلا أو تغافلا ، فلا يمكن أن يحصل مني مثل هذا الخطأ. وعلى هذا وافق الشيخ. علما بأن هذا الحكم اتفق عليه أغلب علماء المملكة خصوصا وعلماء الدعوة السلفية عموما سلفا وخلفا، وأرى أن إثبات هذا الحكم ودورهم في نشر التوحيد هو سر بقاء الإسلام إلى قيام الساعة في هذه البقعة المباركة،